আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৩ বর্ষ, দৈনিক ২৫০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৫

আমাদের সড়ক-মহাসড়কও নিরাপদ হোক

সম্পাদকীয়

মায়ের সাথে শিশু যাচ্ছিল বাড়ি। বলা ভালো ফিরছিল বাড়ি। ছিটকে পড়ে গেল অটো থেকে। গতি বেশি থাকার কারণে শিশুটি পড়ে গিয়ে মারা যায়, অভিযোগ ওঠে। অটো নিয়ে অটো চালক শিশুটিকে হাসপাতাল না নিয়ে পালিয়ে যায়, এমন দুঃসাহস ওরা পায় কী করে? সে কি অন্ধ। মানুষ তা রোধে রাস্তায় নেমে আসে। এর বিকল্প কিইবা ছিল তাদের? আমরা যা পারিনি তা আমাদের সন্তানরা করে দেখিয়ে দিচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে, আন্দোলন করছে, এ আন্দোলন বছর বা মাসজুড়ে চাই না। তাতে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। ব্যবসাবাণিজ্যে স্থবিরতা আসবে। সকলে শান্ত হোন বা এই ধরনের ঘটনার শেষ কোথায়। পাশাপাশি আমাদের সড়ক-মহাসড়কও নিরাপদ হোক, এটাই কায়মনে চাই। সড়কে অরাজকতা বন্ধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন সরকারের। অপ্রাপ্তবয়স্ক-অবৈধ চালকদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' অবলম্বন করতে হবে। সমস্যা কোথায় জানি না। অবৈধ চালক আর গাড়ি ব্যবসায়ীদের চেয়ে জনগণের সংখ্যা ও শক্তি অনেক বেশি। সরকার পরিবহন সেক্টরে পরিবর্তন আনুক। সড়ক খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিক, এটাই আমরা চাই।

আমাদের নিরাপদ রাখার দায়িত্ব কি সরকারের নেই? আসলে সড়কের ব্যাপারে কেউ তেমন ভাবে না। দেশে নতুন নতুন সড়ক হচ্ছে, যমুনায় সেতু হয়েছে, স্বপ্নের সেতু হচ্ছে, ফ্লাইওভার হয়েছে।

নিরাপদ সড়কের কী হবে? যারা দেশ চালান, সড়ক নিরাপদ করতে তাদের তো ভাবনা থাকা উচিত। সবাই মাঠে নামুক নিরাপদ সড়কের জন্য। রাষ্ট্র সড়ক নিরাপদ করতে ব্যবস্থা নিক।

দেশে সন্ত্রাস দমনে যদি বিশেষ বাহিনী গঠন করা যায়, দুর্ঘটনা রোধেও এ ধরনের বাহিনী নয় কেন? এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশে সন্ত্রাসীদের হাতে শতকরা ২০ জন লোক মারা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ৫০ জন। ২০ জনের প্রাণ রক্ষায় সরকারের একটি বাহিনী থাকলে ৫০ জনের জীবন রক্ষায় তথা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার বাহিনী গঠন করছে না কেন? আজ এই প্রশ্ন উঠছে। দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় কি। আমরা জেনেছি, কেবল সড়ক দুর্ঘটনায়ই দেশে গড়ে প্রতিদিন বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। এ হিসাবে মাস বা বছরের হিসাবে অনেক। আইন না মানাই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ। এ ক্ষেত্রে সবাইকে আইন মানতে বাধ্য করতে হবে। ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসন এ আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে তাদের ঢেলে সাজাতে হবে। আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকায় দেশে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এসব রুখতে হবে। যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক তা যদি অকাল ও আকস্মিক হয়, তবে তা মেনে নেওয়া আরও কঠিন। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একের পর এক অকালমৃত্যু আমাদের শুধু প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে না, এ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিভীষিকাময় ও অরাজক পরিস্থিতিও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পরিবহন মালিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সমন্বিত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা আশা করি।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী

ভগবত গীতা অনুযায়ী, ভগবানজ্ঞানী (কর্মের যোগসূত্র - যোগব্যায়াম) এবং কর্মফল যোগের মাধ্যমে তিনি নাস্তিকসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অশতবোধী শ্রভাত্রা জিত্তম ভিগাসস প্রফাহ, নায়েকস্মিদিস্মিম প্রমুখ সন্ন্যাসীগচচাটি (গীতা১৮.৪৯) - তিনি যে সমস্ত বস্তুতে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, যিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি জয় করেছেন এবং কম বাসনা করেছেন, তিনি নাস্তিক্যিসিদ্ বা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিপূর্ণতা লাভ করেন যা একদিক থেকে নৃতাত্ত্বিকতার মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ঘটে। যখন বাব লোকনাথ সমাধি থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর গুরুজীকে তার সামনে দেখতে পেলেন যেন তাদের একটি ভালোবাসার মা ভালো লাগছে। বাব লোকনাথ ভীত, গুরুজীর পায়ের স্পর্শ করলেন এবং বললেন, আমি তোমার আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা লাভ করেছি। আপনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এই সমগ্র রাষ্ট্রের অর্জনের জন্য আপনার সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু আপনি অপরিবর্তিত রয়েছেন। আমি আপনার জন্য গুরুতর অনুভূতি বোধ করছি গুরুজী। আমি কিভাবে চিন্তিত এবং কিভাবে আপনি একই পাবেন? গুরুজি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি সর্বদা গায়েন যোগের একজন বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম যে সিদ্ধি (সাফল্যের) কেবল কর্মীদের যৌথভাবেই যোগস্বরের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমি এই সাফল্যের অর্জন করার জন্য নিজেই চেষ্টা করিনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন - লোকেসামিন দ্বাবিঘা নিষ্ঠা পূর প্রত্যয় মায়ানগ, জ্ঞানওগেনা সংখায়ন কর্মযজ্ঞের যোগিনাম (গীতা৩.৩) ওহে আর্জুনা, এই দুনিয়াতে দুটো ধরণের ধৈর্য আছে, আগেই আমাকে বলেছিল - জ্ঞানের মানুষের জন্য জ্ঞানের যোগসূত্র এবং যোগব্যায়নের জন্য কর্মযৌগ (কর্মের যোগ) মাধ্যমে জ্ঞানের যোগসূত্র দিয়ে । গুরুজি বলেন, যদিও, কর্মফলের মাধ্যমে আপনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা দেখে আমি আনন্দিত, যদিও আমি উপলব্ধি করি যে, নিরর্থক কর্ম বা কর্ম মানুষের জন্য পরিত্রাণ বা নিভান অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যাইহোক, আমি খুব ইতোমধ্যে বৃদ্ধ হয়েছি, আমার বয়স ১৫০ বছর, এবং যোগব্যায়ামের এই কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যাইহোক, আমি আবার পুনরুজ্জীবিত হইবো এবং আপনি আমার গুরু যে আমার জ্ঞানদান অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দিতে যে সময় হবে। এই কারণেই বাব লোকনাথ মত একটি সিদ্ধযোগি সমভূমিতে আমাদের মত স্বাভাবিক মানুষের সাথে থাকার জন্য এসেছিলেন। কিছুদিন (প্রায় ১৮৩৫-৪০) পরে, তার গুরু এবং তার বন্ধু বরাবর মক্কা এবং মদিনা পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথে যাত্রা শুরু করে, বাবা লোকনাথ। গুরুজি তাঁকে কাবুলের একজন দক্ষ শিক্ষকের অধীন পবিত্র কোরান অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন, যা আফগানিস্তানের ত্রিশ জন প্রদেশের একজন। তিনজন যোগসাধ্য কিছুদিন মোল্লা শাদি, যিনি তাঁর কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সময় কোরআনের উজ্জ্বল ভাষ্যসমূহের সাথে ছিলেন। এখানে বাবা লোকনাথ আরব ভাষা শিখেছেন এবং তিনি মোল্লা শাদী অধীনে পবিত্র কোরান মাধ্যমে গিয়েছিলাম। কাবুল থেকে, তারা মক্কা এবং মদিনা পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। মদিনার দিকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, তিনি আব্দুল গাফুরের সাথে সাক্ষাত করেন , যিনি ৪০০ বছর বয়সী ছিলেন, মহান সন্ন্যাসী, মরুভূমিতে থাকতেন । তিনি বেশিরভাগ সময় বক্তৃতা থেকে দূরে থাকতেন। তবে, তাঁর সঙ্গে বাবা লোকনাথের কথাবার্তা ছিল। পরে বাবা লোকনাথ এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বলেছেন, আমি সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি এবং আমার পাশে কেবলমাত্র দুটি বাস্তব ব্রাহ্মণই খুঁজে পেয়েছি এক আবদুল গফুর, এবং অন্যটি ট্রিল্লয়গামী স্বামী (১৬০১-১৮৮১)।

গোটা দুনিয়ার ভয়াবহ ১১ ভূমিকম্পের এক ঝলক

ইন্দোনেশিয়ার লোম্বক দ্বীপে সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে পরপর শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঘটনায় নিহত হয়েছে একশ'র বেশি মানুষ। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও কয়েকশ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক হাজার বাড়িঘর ও স্থাপনা। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। ভূমিকম্প নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে নানা আলোচনা। পৃথিবীর ভয়াবহ ১১ ভূমিকম্পের ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

১. চিলি, ২২ মে ১৯৬০

লাতিন আমেরিকার দেশ চিলির দক্ষিণাঞ্চলে ১৯৬০ সালের ভুমিকম্পটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূ কম্পন হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। ৯ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিলো অন্তত চার হাজার ৪৮৫ জন মানুষ। আহত হয়েছিল ২০ লাখের বেশি। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে পুয়ের্তো সাভেদ্রা নামের একটি সমুদ্রবন্দর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

২. আলাস্কা, ২৪ মার্চ ১৯৬৪

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ডে ১৯৬৪ সালে ৯ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর ফলে আলাস্কায় ভয়ংকর ভূমিধস ও সুনামিরও সৃষ্টি হয়েছিল। এতে ১২৮ জন নিহত হয়। এছাড়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার।

৩. উত্তর সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪

২০০৪ সালে উত্তর সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে একটি ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভুত হয়। এর ফলে সৃষ্ট সুনামিতে অন্তত এক লাখ ৭০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। অনেক মৃতদেহই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মৃতের সংখ্যা নিরূপণ করতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সুনামি বলা হয় একে। এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার ১৪টি দেশে অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প ও সুনামি। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইংদোনেশিয়া। দেশটির মৎস্য শিল্প ও কারখানার প্রায় ৬০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এই সুনামিতে।

৪. কামচাটকা, ৪ নভেম্বর ১৯৫২

৯ মাত্রার এ ভুমিকম্পটি রাশিয়া ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অনুভূত হয়েছিল। এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল সুনামি। কামচাটকা উপদ্বীপ ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। তিন হাজার মাইলজুড়ে অনুভূত হয়েছিল এই ভূকম্পন। তবে এতে নিহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৫. আরিকা, পেরু (বর্তমান চিলি), ১৩ আগস্ট ১৮৬৮

প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট ৯ মাত্রার এই ভূকম্পন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার আরেকুইপা শহর। সেখানে অন্তত ২৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলো। বলিভিয়ার লা পাজ শহরেও অনুভূত হয়েছিল এই ভূকম্পন।

৬. উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল, ২৬ জানুয়ারি ১৭০০

১৭০০ সালের এই ভূমিকম্পের কোনো দালিলিক প্রমাণ না থাকলেও এটি ৯ মাত্রার ছিলো বলে ধারণা করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্প মনে করা হয় এটিকে। এই ভূমিকম্পের পর সুনামিতে সৃষ্ট ঢেউ ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের পাচেনা উপকূলের অধিবাসীদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

৭. চিলি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ৮ মাত্রার এই ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় ৫২১ জন মানুষ। আহত হয় অন্তত ১২ হাজার। এই ভূমিকম্পের ফলে আট লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

৮. ইকুয়েডরের উপকূল, ১৩ জানুয়ারি ১৯০৬

ইকুয়েডর ও কলম্বিয়ার সমুদ্র উপকূলে ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সৃষ্ট সুনামিতে নিহত হয় পাঁচ শতাধিক মানুষ। আহত হয় আরো দেড় হাজার। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল ও সানফ্রান্সিসকোতেও অনুভূত হয় এই ভূমিকম্প। এর প্রভাবে হাওয়াইয়ের নদীগুলো প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

৯. লিসবন, ১ নভেম্বর ১৭৫৫

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে আঘাত হানা শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিলো ৮ দশমিক ৭। শহরটির প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এই ভূমিকম্পে। ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট সুনামি এবং অগ্নিকাণ্ডের ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স ও উত্তর ইতালিতে অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প।

১০. আসামতিব্বত, ১৫ আগস্ট ১৯৫০

১৯৫০ সালে বর্তমান ভারতের আসাম ও চীনের তিব্বতে ৮ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে আসাম তিববতের ৭০টি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে নিহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। ভূমিকম্পের পরে ভয়াবহ বন্যাও দেখা দেয়।

১১. নেপাল, ২৫ এপ্রিল ২০১৫

২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল নেপালে ৮ দশমিক ১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে প্রচুর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসহ ঘরবাড়ি, দালানকোঠার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই সঙ্গে অনুভূত হয়েছে পার্শ্ববর্তী ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান ও তিব্বতে। ভারতে ৫১ জন ও তিব্বতে ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর বাংলাদেশে মারা গেছেন তিনজন।

মার্কিন রাজনীতিতে গণতন্ত্র বিপন্ন, ট্রাম্প একা দায়ী নন

বিশেষ প্রতিবেদনঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্বকাল ১৯ মাসে পড়ল। এখন দেখা যাচ্ছে, মার্কিন গণতন্ত্র ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। তবে গণতন্ত্রের এই বিপন্নতার পেছনে ট্রাম্প একা বা বহুলাংশে দায়ী তা মোটেও নয়। কয়েক দশক ধরে দেশটিতে একটু একটু করে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্রাম্প এসে আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন। সে কারণে অনেক আগেই হয়ে যাওয়া ক্ষতিগুলো দৃশ্যমান হয়েছে মাত্র।

আমেরিকার রাজনীতি এখন ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আগামী নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই নির্বাচনে কী হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অনেকে মনে করছেন, বাইরের দেশের কারসাজি ও এফবিআইয়ের তদন্তে ট্রাম্পের এমন সব তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে, যা তাঁকে অবধারিতভাবে অভিশংসনের মুখে ঠেলে দিতে পারে। বৈশ্বিক গণতন্ত্র রক্ষার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহ্যগতভাবে এত দিন যে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, সেখান থেকে পিছু হটাকে যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো, বিশেষ করে রাশিয়া ও চীনের মতো কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো এতে বেজায় খুশি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্মুখী নীতির কারণে বহু গণতান্ত্রিক দেশের সরকার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করার সুযোগ পাচ্ছে।বৈশ্বিক বিষয়ে ট্রাম্পের চিন্তাভাবনার ধরন খেয়াল করুন। তিনি ধারাবাহিকভাবে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ইচ্ছার কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পারমাণবিক চুল্লির চাবি। গত বছর তিনি আড়াই কোটি মানুষের আবাসভূমি উত্তর কোরিয়াকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করার হুমকি দিয়েছিলেন। ইরানকেও তিনি নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়েছেন। তাঁর এ ধরনের খামখেয়ালি ঘোষণা আমেরিকার অনেক নাগরিককে আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে। তিনি এ পর্যন্ত যতগুলো কাজ করেছেন, তা আমেরিকান মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। খামখেয়ালিপনা করে যদি সত্যিই তিনি 'পরমাণু বোতাম' টিপে দেন, তা ঠেকানোর ক্ষমতা সাধারণ আমেরিকানদের থাকবে না।

অনেকে বলবেন, প্রেসিডেন্টকে এ ধরনের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে আমেরিকায় এমন একটি চেইন অব কমান্ড আছে, যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, না, প্রেসিডেন্টকে ঠেকানোর কেউ নেই। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং জয়েন্ট চিফসের চেয়ারম্যানের পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকে আটকানোর আইনি ক্ষমতা নেই। এর চেয়ে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? এই সংকট কি ট্রাম্প তৈরি করেছেন? বহু বছর ধরে আমেরিকায় এই ভয়ানক একনায়কোচিত আইন রয়েছে। এখন কংগ্রেস মরিয়া হয়ে সেই আইন পর্যালোচনা করছে। ট্রাম্প বারবার একক সিদ্ধান্তে 'নির্বাহী আদেশ' প্রয়োগ করেছেন। এতে এখন সবার বোধোদয় হয়েছে। এই নির্বাহী আদেশের ক্ষমতা মূলত প্রেসিডেন্টের একক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি যতগুলো কাজ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হলো যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমপ্রধান সাতটি দেশের নাগরিকদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তোলা, ইস্পাতের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানো এবং ওবামাকেয়ার বাতিল করার সিদ্ধান্তও এই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। এই ক্ষমতা একবার প্রয়োগ করা হলে তা তুলে নেওয়ার নজির খুবই কম। অনেকগুলো আইনি বাধা আসার পরও আদালত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনির মতো ট্রাম্পকে ফতোয়া জারি করতে দেখে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প যা করেছেন, তা আইনের মধ্যে থেকেই করেছেন। পার্ল হারবারের ঘটনার পর ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট জাপানের বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের অন্তরীণ করেছিলেন নির্বাহী আদেশে। এই নির্বাহী আদেশেই আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকায় দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরিদের অনুসরণ করছেন মাত্র। প্রেসিডেন্টকে দেওয়া এই বিশেষ ক্ষমতাকে ইতিহাসবিদ আর্থার শ্লেসিনজার 'ইমপেরিয়াল প্রেসিডেন্সি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুদীর্ঘ সময়েও প্রেসিডেন্টের হাত থেকে এই ক্ষমতা সরিয়ে নিতে মার্কিন কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকা চলে আসছে দুটি দলের নেতৃত্বে। এই দুটি দলের বাইরের কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারছেন না। এই দুই দলের নেতারা অভ্যন্তরীণ কমিটিতে বারবার নির্বাচিত হচ্ছেন। এতে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা কমে আসছে। আমেরিকার নির্বাচনপদ্ধতিও ত্রুটিযুক্ত। পপুলার ভোটে হেরেও ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের জোরে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কংগ্রেসের যাঁরা সদস্য, তাঁদের প্রায় সবাই ধনকুবের বিরাট বিরাট করপোরেশনের মালিক। তাঁরা দলের তহবিলে কোটি ডলার দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন। বিশেষ স্বার্থে তাঁরা দলের তহবিলে এভাবে চাঁদা দেন। এ কারণে তাঁদের দুর্নীতিবাজ হিসেবেই মানুষ মোটাদাগে দেখে থাকে। মার্কিন গণতন্ত্রের চাকাকে গতিশীল করতেই তাঁরা এই অর্থ ঢালছেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও সরকারি রীতিনীতিতে বহু আগে থেকেই গণতন্ত্রের মোড়কে একনায়কতন্ত্র ছিল। ট্রাম্প সেটি সামনে এনেছেন এই যা! অন্যদিকে ভারত ও ব্রাজিলের মতো দেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে দেশ দুটির মিডিয়াকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে রাশিয়া। মার্কিন কংগ্রেসের এক শুনানিতে এমনটাই দাবি করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ফিলিপ এন হাওয়ার্ড। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অক্সফোর্ড হন্টারনেট ইন্সটিটিউট অ্যান্ড বালিওল কলেজের ইন্টারনেট স্টাডিজের একজন স্ট্যাচুয়ারি প্রফেসর হাওয়ার্ড মার্কিন সিনেটের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ওপর বিদেশি প্রভাব বিষয়ক গোয়েন্দা কমিটির সামনে রাশিয়ার ব্যাপারে এমন মন্তব্য করেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তিনি আরও বলেন, এ দেশ দুটিতে অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে। কেননা সেখানে মিডিয়া পেশাদার নয়। সিনেটর সুসান কলিন্সের এক প্রশ্নের উত্তরে সোশ্যাল মিডিয়া রুশ হস্তক্ষেপের ব্যাপারে উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে হাওয়ার্ড হাঙ্গেরির মিডিয়ায় হস্তক্ষেপের উল্লেখ করেন। হাওয়ার্ড বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে পেশাদার। তারা নিশ্চিতভাবেই তাদের সূত্রকে মূল্যায়ন করতে শিখেছে এবং টুইট পাওয়া মাত্র খবর প্রকাশ করে না। তিনি বলেন, আমি বলব আমাদের গণতান্ত্রিক মিত্র দেশগুলোর মিডিয়াই বরং ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি, রাশিয়া তাদের লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন করেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ব্রাজিল ও ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখন এ দুটি দেশ তাদের লক্ষ্যবস্তু। চলতি বছরের অক্টোবরে ব্রাজিলে এবং আগামী বছর ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৬ সালে মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে সিনেটের শক্তিশালী এ কমিটিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আবার পরমাণু চুক্তি থেকে সরে আসার পর ইরানের ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত ইরানের মোটরযান খাতসহ স্বর্ণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর রফতানি বাজারকে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে মঙ্গলবার সকাল থেকে। এক সংবাদে বলা হয়েছে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি এই পদক্ষেপকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার শর্ত ভঙ্গ করা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'মারাত্মক পরিণামের' সম্মুখীন হবেন বলে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০১৫ সালের ঐ পরমাণু চুক্তির অংশ হিসেবে থাকা যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি এই মার্কিন সিদ্ধান্তে 'গভীর দুঃখ প্রকাশ' করেছে। সব পক্ষকে চুক্তির প্রতিশ্রুতি মেনে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেছে তারা। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে? ট্রাম্পের সই করা এক নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত খাতে পুনর্বহাল হবে নিষেধাজ্ঞা। ইরান সরকারের মার্কিন ডলার কেনা বা সংগ্রহ স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু কেনাবেচার ক্ষেত্রে গ্রাফাইট, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল, কয়লা ও শিল্প কারখানার কাজে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের আমদানি ইরানি রিয়াল সংক্রান্ত লেনদেন ইরানের সার্বভৌম ঋণ খাত, মোটরয়ন খাত, বন্দর কার্যক্রম, জ্বালানি, জাহাজ ও জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত খাত, পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেল সংক্রান্ত লেনদেন, ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক লেনদেন।

এক কলমে অতীত গ্রামীন দুই নারী চেতনা বিকাশে সহায়

বিনয় সিংহরায়

কল্পিত ছবি

এক কলমে দুই নারীর কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ধনেখালির অতীত দুই বনেদী নারীর ইতিবৃত্ত কর্মদক্ষতা উন্নতমন নিজেকে ও সমাজকে গড়ে তোলার প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা । আত্মম্ভরিতা, অলসতাগুলোকে সেসব নারী এটা ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে ও লেখকের ধারণা । বহুবছর আগেকার ঘটনা - আমার দিদিমাকে (নারায়নী দেবী) ছোট বেলায় নিজের চোখে দেখেছি তিনি ডাক্তারের স্ত্রী- দিকিপাল ইঞ্জিনিয়ার এবং বি. পি. আর রেলের প্রতিষ্ঠাতা এ. পি. রায়ের পুত্রবধু হয়েও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেকে সাংসারিক জীবনের কর্মোদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিজ হাতে সংসারে এ-টু-জেড কর্ম করে নিজে আনন্দ উপভোগ করতেন, শুনলে অবাক ও বিস্মিত হতে হয় এই চোখে দেখেছি প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বয়সেও সংসারের অর্থাৎ বাড়ির খুঁটিনাটি বিন্দুমাত্র কোন কাজকে ফেলে রাখতেন না । দেখেছি শিশুসুলভ চোখে তার বয়স যখন আরও একটু কম তখন ধান সেদ্ধ, মুড়িভাজা এবং ঢেঁকিতে ধান ভানা, সাংসারিক তদারকি করেও বাড়ির অন্যান্য কাজে লক্ষ্য রেখে চলত । কখনও তাকে দেখিনি, ইঞ্জিনীয়ারের পুত্রবধু ও ডাক্তারের স্ত্রী হয়েও অহংবোধে মত্ত থেকে স্বাচ্ছন্দ বজায় রেখে আয়েসী হয়ে কেদারায় হেলান দিয়ে সুখের চেহারা দেখতে চাননি । আমার অর্থাৎ লেখকের মনে হয় - আজকের সমাজে ঐ মহীয়সী নারীর যে সেদিনের কর্মকান্ডের দৃষ্টান্ত তা আজকের দিনে বিরল । শুধু তাই নয়, একান্নবর্তী পরিবারকে কি করে গুছিয়ে ভালবাসা স্নেহ দিয়ে রাখতে হয় তা তার কাছে শিক্ষনীয়, সে জন্যই হয়তো প্রায় নব্বুয়ের উর্দ্ধ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন । আমাদের সকলের কাছে তিনি 'মা' বলে সম্বোধিত হতেন । তিনি বলতেন পরিশ্রম করলে শরীর শক্ত হয় । অন্য আর একটি নারীর কথা লিখি - বিধুমনি আঢ্য, ধনি পরিবারের সন্তান হয়েও সুস্থ মানসিকতা গড়ে তুলে ছিলেন সমাজসেবার কাজে আপনাকে সঁপে দিয়েছিলেন। ভান্ডারহাটি গ্রামের ঐ মহীয়সী নারী বহু বছর আগে হরিপাল-ভান্ডারহাটী গুরুস্বপূর্ণ রাস্তাটি জনসার্থে যোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিজ চিন্তাধারা, প্রয়াস, প্রচেষ্টা ও নিজ অর্থ-এর মাধ্যমে রূপরেখা তৈরী করে সে সময় মানুষের প্রকৃত উপকার করে একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সমাজের মধ্যে । স্বাভাবিকভাবে আজকের দিনে একটু পিছনের দিকে তাকালেই এ জলন্ত উদাহরণ সহ ওদের ইতিবৃত্ত আমাদের মনের আয়নায় বরাবর রেখাপাত করবে । গ্রাম বাংলায় এই আদর্শবাদী নারীর কথা চলতি পথে যদি ঐ চিন্তা-ভাবনা গড়ে তুলি তাহলে আমাদেরও একটি নতুন চেতনার বিকাশ ঘটবে বলে মনে হয় । হয়তো আমরা গড়বো নতুন ধারার পথ। এরকম আরও বহু মহিলা বা নারী রয়েছেন, যাঁদের কথা এখানে সমস্তটাই তুলে ধারা হল না, আমার প্রণাম রইল তাঁদের জন্য।